মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৪ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা ও গাংনী পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে ৪ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলার ৩ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ১ আসামি এবং সদর থানা পুলিশের অভিযানে সিআর মামলার ১ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

শুক্রবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ শনিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

আজ শনিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১ টার দিকে আসামিদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

কোমরপুরের ক্ষুব্ধ জনতা গাছে বেধে রাখেলেও ছেড়ে দিলো পুলিশ

প্রকাশ্যে হেরোইনসহ বিভিন্ন মাদক সেবন, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর নাম ভাঙিয়ে চাকুরী দেওয়ার নামে প্রতারণা করে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয়াসহ নানা অভিযোগে অভিযুক্ত আবুল কালাম আজাদ।

শুক্রবার দিবাগত রাত ৮ টার দিকে মেহেরপুরের মুজিনগর উপজেলার কোমরপুেও স্থানীয়রা তাকে ধরে এনে বাজারের একটি কাঁঠাল গাছে বেঁধে রাখেন। পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার পর তাকে ছেড়ে দেওয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন স্থানীয়রা।

আবুল কালাম আজাদ কোমপুর গ্রামের হালদারপাড়া এলাকার জুলমত আলীর ছেলে ও কোমরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতা কর্মী। চাকরির নাম করে এর আগে টাকা নেওয়ার ভিডিও চিত্রও মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে রয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, গতকাল শুক্রবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কোমরপুর বাজারের নৈশ প্রহরি হতদরিদ্র আজিবর রহমান লাইনে দাঁড়িয়ে চাল কিনছিলেন। এসময় আবুল কালাম আজাদ নৈশ প্রহরি আজিবরকে চাল ধরে দেওয়ার নাম করে ৮শ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। এঘটনায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন স্থানীয়রা। তাকে সন্ধ্যার দিকে ধরে এনে বাজারের একটি গাছের সাথে বেঁধে উত্তম মাধ্যম দেন। খবর পেয়ে কোমরপুর পুলিশ ফাঁড়ির এএসআই মাইনুল ইসলাম আবুল কালাম আজাদকে উদ্ধার করে ক্যাম্পে নেন।

কোমরপুর মাধ্যমি বিদ্যালয়ের কর্মচারি আব্দুল মাবুদ বলেন, আবুল কালাম আজাদ ধাপ্পা দিয়ে এলাকার বহু মানুষের কাছ থেকে টাকা পয়সা নিয়েছে। সে কয়েক জনের কাছ থেকে চাকুরী দেওয়ার নাম করে প্রতিমন্ত্রীর নাম ভাঙ্গিয়ে ১২ থেকে ১৩ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। তবে, সে প্রতিমন্ত্রীকে সরাসরি ফোন দিলে প্রতিমন্ত্রী তার ফোন রিসিভ করেন।

কোমরপুর ৭ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি আবুল বাশার বলেন, আবুল কালাম আজাদকে অনেকেই ভাল করতে চেয়েছিলেন। এমনকি প্রতিমন্ত্রী তাকে কোমরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিচ্ছন্নতা কর্মীর চাকুরিও নিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তার স্বভাব পাল্টাইনি। সে চাকুরী দেওয়ার নাম করে বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়েছে। ইতোমধ্যে তার নামে বেশ কয়েকজন আদালতে মামলাও করেছে বলে জানা গেছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েক যুবক জানান, আবুল কালাম আজাদের কাছে এই গ্রামের এমন কোনো লোক নেই যারা টাকা পাবেনা। ৫ শ থেকে শুরু করে লক্ষ লক্ষ টাকা সে বিভিন্ন কায়দায় মানুষের কাছ থেকে নিয়েছে। তাকে কিছু বলতেও পারেনা মানুষ জন। কারন, সে প্রতিমন্ত্রীর লোক হিসেবে এক নামে পরিচিত। তারা এও বলেন, আজকে জনগণ তাকে ধরে বিচার করতে চাইলেও পুলিশ তাকে উদ্ধার করে বাঁচিয়ে দেবে দেখবেন।

আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আহম্মেদ আলী বলেন, তাকে বারবার বাঁচানো হয়েছে। এবারও একটু চেষ্টা করে দেখি। আবুল

কালাম আজাদকে মাদক থেকে সরিয়ে আনা যায় কিনা। আবুল কালাম আজাদকে পুলিশের কাছ থেকে ছাড়ানোর জন্য চেষ্টা করতেও দেখা গেছে প্রধান শিক্ষক আহম্মেদ আলীকে। তিনি আরো বলেন, আবুল কালাম আজাদের ছোট শিশু ছেলের কথা ও তার সাম্প্রতিক সময়ে পরিচ্ছন্ন কর্মীর চাকুরি হওয়ার কথা বিবেচনা করে আমরা লোকজন বসে ছাড়িয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া করার চেষ্টা করছি। সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিমন্ত্রী তাকে কোমরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচ্ছনত্না কর্মী পদে চাকুরি নিয়ে দিয়েছেন। এখনো তার চাকুরিটি স্থায়ী হয়নি।

এ ব্যাপারে কোমরপুর পুলিশ ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত ইনচার্জ এএসআই মাইনুল ইসলাম বলেন, আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে মাদক সেবন, চাকুরি দেওয়ার নাম করে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়াসহ বিভিন্ন অভিযোগ শুনেছি। চাকুরি দেওয়ার নাম করে কাঁঠালপোতা গ্রামের একজন ও কোমরপুর গ্রামের একজন ক্যাম্পে অভিযোগ দিয়েছিল। আমি তাদের কোর্টে মামলা করার পরামর্শ দিয়েছি। তারা কোর্টে মামলা করেছে বলেও শুনেছি। আজকে সে একজন নাইট গার্ডের চাল কেনার টাকা নিয়ে পালিয়েছিল। গ্রামবাসি তাকে ধরে এনে গাছে বেধে মারপিট করছিল। খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে পুলিশ ক্যাম্পে নিয়েছি। তবে, তার বিরুদ্ধে আমার কাছে কোনো লিখিত অভিযোগ না থাকায় ছেড়ে দিতে হয়েছে। আজিবর রহমানকে তার ছিনিয়ে নেওয়া টাকা পরিশোধ করাই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল বলেন, বিষয়টি জেনে জানাচ্ছি। তবে পরে তিনি আর জানাননি।

গাংনীতে বর্ণাঢ্য আয়োজন করে বাল্য বিয়ে !

মেহেরপুরের গাংনীতে বর্ণাঢ্য আয়োজন করে খুশি খাতুন নামের এক শিশু শিক্ষার্থীর বাল্য বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

শুক্রবার (১৬ সেক্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের করমদী গ্রামে নুরাল হোসেনের মেয়ে ও করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের

নবম শ্রেণীর ছাত্রী খুশি খাতুন (১৪) এর ধুমধাম করে বরযাত্রী নিয়ে বিয়ের আয়োজন করে তার বাবা একই উপজেলার তেরাইল গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে ইসাহক উদ্দিন(১৭) এর সাথে।

খুশির পিতার সাথে জন্ম নিবন্ধন সনদ দেখতে চাইলে তা দেখাতে পারেনি। তবে খুশির পিতা নুরাল ইসলাম জানান মেয়ে দেখতে ছোট মনে হলেও বয়স হয়েছে।

বাল্য বিয়ে সম্পন্ন করেন করমদি সাহাবুরপাড়া জামে মসজিদের ইমাম সাজাহান আলী। সাংবাদিকদের উপস্থিতি টের পেয়ে সটকে পড়েন ইমাম সাজাহান আলী।

বরের সাথে কথা হলে তিনি বলেন, দেশে কত আইন আছে এতো আইন মানছে কয়জন। বিয়ে করেছি প্রশাসন যা পরে তাই করুক। আমি এসব আইনের তোয়াক্কা করিনা।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ সনের ৬ নং আইন এর বিশেষ ধারা মোতাবেক ছেলেদের ২১ এবং মেয়েদের ১৮ বছরের আগে বিয়ে দেয়া যাবেনা এমন নির্দেশনা থাকলেও মেহেরপুরের গাংনীতে তা বাস্তবায়ন হচ্ছে খুবই কম।

এদিকে সুশীল সমাজ বলছে, প্রশাসনিক নজরদারী না থাকায় এসব বাল্য বিয়ে দেয়ার সাহস পাচ্ছে অভিভাবকরা।

অল্প বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে ছেলে এবং মেয়ের উভয় পক্ষের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে, বাড়তে পারে সংসারে কলহ। বাড়ছে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমি খানমের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার কাছে কেউ অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নিতাম।

ফলজ বনজ ও ওষধি গাছের সবুজ সমারোহে ভরে উঠবে বিদ্যালয় আঙিনা

বিভিন্ন ফলজ বনজ ও ওষধি গাছের সবুজ সমারোহে ভরে উঠবে বিদ্যালয় আঙিনা। ফুল আর মসলা জাতীয় গাছের গন্ধে মৌ মৌ করবে পরিবেশ। এমন স্বপ্ন নিয়ে গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ” মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’ এর উদ্যোগে বিভিন্ন প্রজাতির আড়াই শ বৃক্ষরোপন করা হয়েছে।

শুক্রবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ আঙ্গিনায় এই বৃক্ষরোপন করা হয়।

বৃক্ষরোপন কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের কৃষি শিক্ষক আব্দুল মালেকসহ অন্যান্যরা।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সভাপতি মোঃ সাবিত ইসলামের সভাপতিত্বে বৃক্ষরোপন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ আহনাফ শাহরিয়ার, সংগঠনের সহ-সভাপতি- জুবায়ের আহমে রাকিবুল হাসান আগুন, রবিউল আওয়াল হৃদয়, নাঈমুর মাহমুদ তামিম, যুগ্ম- সাধারণ সম্পাদক নোমান আহমেদ, মিকাইল হোসেন, আল মুজাহিদ, মাসুম রেজা, রাফি, লাবিব প্রমুখ।

বৃক্ষ রোপন কর্মসূচীতে বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ, বনজ, ওষধি, মসলা জাতীয় ও ফুলের ৮০ প্রজাতির প্রায় আড়াই শ গাছ লাগানো হয়।

উল্লেখ্য, গত বছরে গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১০/১২ জন শিক্ষার্থীর উদ্দ্যেগে ”মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন” নামের এর সংগঠনটির যাত্রা শুরু হয়। শিক্ষা ও সেবার সংস্পর্শে নিজ শহরকে এক স্বপ্নের মফস্বলে রূপান্তর করার লক্ষ্যে নিয়ে এই সংগঠনের গঠিত হয়। এছাড়া এই সংগঠনের মাধ্যমে পথশিশুদের মাঝে খাবার ও বস্ত্র বিতরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এবছর বৃক্ষরোপণসহ নানা প্রকার শিক্ষা ও সেবা কার্যক্রম নিয়ে এগিয়ে চলছে সংগঠনটি।

সংগঠনের সদস্যদের মাঝ থেকেই চাঁদা তুলে ৮০ প্রজাতির ফলজ, বনজ

ওষধি ও নানা জাতের ফুলের গাছ রোপন করা হয়েছে বলে জানান সংগঠনের সভাপতি মো: সাবিত ইসলাম।

মোঃ সাবিত ইসলাম জানান, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন স্যারের অনুপ্রেরণায় এবং সহকারী শিক্ষক (কৃষি) আঃ মালেক স্যারের অর্থিক সহযোগীতায় এই মহৎ কাজটি করছি। গাংনী শহরকে স্বপ্নের শহরে রুপান্তর করার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা।এছাড়া শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং, অলিম্পিয়াড আয়োজন, কুইজ প্রতিযোগীতাসহ সকল প্রকার শিক্ষা ও সেবা কার্যক্রম করা হবে।

মেহেরপুরে ৪ টি মামলায় পরোয়ানাভূক্ত মিঠুসহ ৩ জন গ্রেফতার

মাদকসহ বিভিন্ন অভিযোগে ৪ টি মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি মো: মিঠুকে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত মো: মিঠু মেহেরপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা গ্রামের হায়াৎ আলীর ছেলে।

জিআর এসটিসি ২৭/১৫, পি২২৭/২২, আর ২২৭/২২, জিআর ৩৭৭/১৯, পিআর ৩২৩/২২, আর ২২৭/২২, মাদক আইনে মামলা নং ০৪/১৯, পি ৩১৩/২২, আর ২০৯/২২, এসটিসি ১৭৮/১৭, পি ৩০৮/২২, আর ২০৬/২২ নং মামলাগুলোতে মো: মিঠুর বিরুদ্ধে আদালত গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেছে।

মেহেরপুর সদর থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) শাকিল খান সঙ্গীয় ফোর্সসহ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে তার নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেন।

এএসআই শাকিল খান জানান, মিঠুর নামে ৪ টি মামলায় আদালত পরোয়ানা জারি করেছে। আদালতের পরোয়ানা পেয়ে তার বাড়িতে গোপন সংবাদের অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গ্রেফতাকৃত মিঠুকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

অপরদিকে সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অরুক কুমার বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত নন জিআর মামলা নং ৩৩/২২ এর আসামি শহরের তাঁতীপাড়া এলাকার শামসুল আলমের ছেলে জাহিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করে।

একই সময়ে উপপরিদর্শক (এসআই) কামাল সর্দার সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে চালিয়ে মেহেরপুর সদর থানায় দায়ের হওয়া মামলা নং ২২, তারিখ ১৪/০৯/২০২২ ইং ধারা ৩৮১ পিসি মামলার পলাতক আসামি শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার শাহাজান বাবুর ছেলে তৌফিকুজ্জামানকে (৩০) গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃতদের আজ শুক্রবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৫ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৫ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশ ৪ জনকে ও গাংনী থানা পুলিশ ১ জনকে গ্রেফতার করেন।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে শুক্রবার ভোর পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে পুলিশ এসব আসামি গ্রেফতার করে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

মেহেরপুর পুলিশের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এতথ্য নিশ্চিত করেছে।

গ্রেফতারকৃতদের শুক্রবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনী মেয়র আহম্মেদ আলীর বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলীকে নব্য এরশাদ শিকদার আখ্যায়িত করলেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি মো: শাহিদুজ্জামান শিপু।

শাহিদুজ্জামান শিপু তার নিজ ফেইসবুক পেইজে গাংনী পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে পানির পাইপ লাইনের নামে রাস্তা খুঁড়াখুড়ির মাধ্যমে জনদুর্ভোগের তুলে ধরেছিলেন। এনিয়ে গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলী আমাকে উদ্দেশ্যে করে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দেন।

এর প্রতিবাদে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তার নিজ কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে এসব অভিযোগ করেন।

এসময় গাংনী বাজার কমিটির নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মো: রফিক, সাবেক ছাত্রনেতা জুবায়ের হোসেন উজ্জলহ ছাত্রনেতারা উপস্থিত ছিলেন।

শাহিদুজ্জামান শিপু অভিযোগ করেন, আমি মেয়র প্রার্থী ছিলাম বলে মেয়র আহম্মেদ আলী আমার বাড়ির সামনের রাস্তা খুড়াখুড়ি করেছে, রাস্তার লাইট পর্যন্ত কেটে দিয়েছেন। গাংনী পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের দূর্ভোগ প্রাকৃতিক নয়, এটি মানুষ্য সৃষ্টি দূর্ভোগ।

তিনি বলেন, স্থানীয় মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকাতে পৌরসভার দূর্ভোগ নিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে মেয়র আহম্মেদ আলীর পৌরসভার উন্নয়ন নিয়ে তার ভাবনা বাদ দিয়ে মানুষের কষ্টের কথাগেুলো না বলে সে সরাসরি আমার নামে বিদ্রুপ মন্তব্য করেন। আমাকে ক্যাসিনো ব্যবসায়ী ও সুদ কারবারী বলেছেন।

তিনি প্রশ্ন করে বলেন ক্যাসিনো ব্যবসার জন্য বোর্ডসহ অন্যান্য সরঞ্জাম লাগে। আমার এখানে কি এ ধরণের কোনো সরঞ্জাম আছে?

তিনি মেয়র আহম্মেদ আলীর উদ্দ্যেশ্যে বলেন ক্যাসিনো এবং সুদ নিয়ে আপনার কাছে প্রমাণপত্র থাকলে সরাসরি আমার মুখোমুখি হন।

শিপু বলেন আমি সিগারেট না খেলেও মেয়র আহম্মেদ আলী, আমাকে মাদক সম্রাট, ক্যাসিনো ব্যবসায়ী বানিয়ে মাঝে মাঝে দরখাস্ত করেন। তিনি প্রশ্ন করেন উনি (মেয়র আহম্মেদ)আমাকে কি পেয়েছেন ?

শাহিদুজ্জামান শিপু অভিযোগ করেন মালশাদহ গ্রামের বদিকে দিয়ে বাজারে চাঁদা তুলে আবার তাকে গুম হত্যা ঘটিয়ে অন্যের বিরুদ্ধে মামলা চাপিয়েছেন।

তিনি বলেন, নির্বাচনের আগে এলাঙ্গীর বীলে তার হাঁসের খামার ছিল।প্রাকৃতিক দূর্যাগে তার হাঁস মারা গিয়েছিল।যার জন্য তিনি সরকারি বিভিন্ন দফতর ও জাতীয় সংসদ সদস্যের কাছে অনুদানের আবেদন করেছিলেন। অথচ, তিনি মেয়র হওয়ার সাথে সাথে কি এমন আলাউদ্দীনের চেরাগ হাতে পেলেন চার চাকার গাড়ি পেয়ে গেলেন। প্রশ্ন রাখেন তিনি।

শিপু বলেন. আহম্মেদ আলী মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর গাংনী পৌরবাসি নয়, কয়েকটি পরিবারের উন্নতি হয়েছে। আর সাংগাঠনিকভাবে উন্নতি হয়েছে মালশাদহ গ্রামের বিএনপি নেতা ময়না হার্ডওয়্যারের মালিক জিয়ার।

তিনি বলেন, পৌরবাসির দূর্ভোগের বিষটি তিনি না দেখে ব্যাক্তি শিপুর উপর আঘাত হানছেন। তিনি হুশিয়ারী দিয়ে বলেন, আমাকে আঘাত দিলে আপনার (মেয়র) এমন কোনো খুটি নাটি বিষয় নাই যা আমার কাছে নেই।আপনার এ্যাবিডেন্স আমরা পাবলিক করলে মুখ দেখাতে পারবেন না।

তিনি গাংনী হাইস্কুল ফুটবল মাঠের কথা তুলে ধরে বলেন ফুটবল মাঠের মাটিতে এখন শামুক চরছে। এই শামুক থাকা পর্যন্ত মাঠ ভাল হবেনা।

তিনি বলেন, গাংনী পৌরসভার উন্নয়ন কাজের কে ঠিকাদার এখন পর্যন্ত কেউ জানেনা। অথচ তার কাছে চাঁদা চাওয়ার প্রশ্ন মিথ্যা অভিযোগ এনেছেন। আমার কাছে কোনো চাঁদাবাজ সন্ত্রাসী থাকেনা। মেয়র আহম্মেদ আপনি জোড়া হত্যা মামলার আসামি ও চাঁদাবাজ পুঁষে রাখেন।

তিনি বলেন, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর নাম ভাঙ্গিয়ে খুলনার এরশাদ শিকদারের মত গাংনীতে আরেকটি নতুন এরশাদ তৈরী হয়েছে। অথচ

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অত্যন্ত ভদ্র ও সৎ মানুষ। প্রতিমন্ত্রীর কানে বিষয়টি গেলে তিনি এবিষয়ে ভূমিকা নেবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

তিনি মেয়র আহম্মেদের এ ধরণের কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানান।

গাংনীতে সমবায়ীদের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী যৌথসভা ও ই-প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গাংনীতে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকল্প (৩য় পর্যায়ে) সমবায়ীদের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী যৌথসভা ও ই-প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসের আয়োজনে গতকাল বৃহস্পতিবার গাংনী উপজেলা পরিষদ হলরুমে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকার সমবায়ীদের নিয়ে এই প্রশিক্ষণ কর্মশাল অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক মন্টু ’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন
গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম, বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা সমবায় অফিসার প্রভাষ চন্দ্র বালা।

যৌথসভা ও ই-কর্মশালায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা সমবায় অফিসের পরিদর্শক নুরুজ্জামান, সহকারী প্রশিক্ষক রোকনুজ্জামান তুষার, সহকারী পরিদর্শক হাফিজুর রহমান, সমবায়ী হুমায়ুন কবির রিপন, তন্ময় হুদা, রাকিবুল ইসলাম, পান্না মেম্বার, শহিদুল ইসলাম নাসির, রুবেল প্রমূখ। প্রশিক্ষণে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের সমবায় সংগঠনের ৬০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

স্বামীর নির্মম নির্যাতনের শিকার আঁখির মানবেতর জীবন

স্বামীর নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে ছেলে সন্তানদের নিয়ে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন আঁখি খাতুন (২৫)। দিনের পর দিন সহ্য করতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। বর্তমানে দুই সন্তান নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে আঁখি।

আঁখি গাংনী উপজেলার বাওট গ্রামের মৃত আসলাম আলীর মেয়ে। ২০১৭ সালে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমলা শাহপুর গ্রামের চাঁদ আলীর ছেলে আয়নাল হকের সাথে পারিবারিক ভাবে বিয়ে হয়। কিন্ত তার বৈবাহিক জীবনটা সুখের হয়নি। সংসারে আদরের পরিবর্তে পেয়েছে স্বামীর নিষ্ঠুর নির্যাতন।

আঁখি খাতুনের পরিবারের লোকজনের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে যৌতুকের দাবীতে আঁখিকে নির্যাতন করে আসছে। সেই সাথে স্বামী পরকীয়ায় আসক্ত হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে দুই সন্তানের জন্ম দেয় আঁখি। বড় ছেলে তৌফিক (৫) ও ছোট ছেলে তাওহীদ (৬ মাস)। ২০২১ সালের ১৪ অক্টোবর আঁখি যখন ৫ মাসের গর্ভবতি তখন তার স্বামী আঁখিকে যৌতুকের দাবীতে মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়।

দিনের পর দিন মাসের পর মাস স্বামীর নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মেহেরপুর আদালতে একটি মামলা দায়ের করে। পরে তারা শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাসের শর্তে আঁখি আবারো যায় স্বামীর বাড়ি। কিন্তু যৌতুক লোভী স্বামী আয়নাল কয়েক দিন বাদে আবারো নির্যাতন শুরু করে। ২০২২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী আবারো মারধর শুরু করে। আঁখির আত্ম চিৎকারে প্রতিবেশীরা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। নির্যাতনের যথার্থ বিচার পেতে আঁখি আবারো নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মেহেরপুর আদালতে মামলা দায়ের করে।

এদিকে আয়নাল তার পরকীয়া প্রেমিকার সাথে দ্বিতীয় বিবাহ করে। আঁখির অভিযোগ এ ঘটনায় সহযোগীতা করেছে আয়নালের বড় ভাই আশাদুল হক ও স্থানীয় ইউপি সদস্য হাসমত আলী।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে দায়েরকৃত মামলায় আয়নাল হক গত ১১ সেপ্টেম্বর আত্মসমর্পণ করলে আদালত আয়নালকে জেল হাজতে প্রেরণ করে। দুই সন্তান নিয়ে আঁখি এখন তার মায়ের বাড়িতে মানবেতর জীবন যাপন করছে। নারী ও যৌতুক লোভী আয়নাল ও তার সহযোগীদের দৃষ্টান্ত মুলক শাস্তির দাবী জানিয়েছে আঁখি ও তার পরিবারের লোকজন।

এ বিষয়ে আয়নালের বড় ভাই আশাদুল পাল্টা অভিযোগ করে বলেন, আঁখি খাতুন একজন বদ মেজাজী মেয়ে। এক সন্তান হওয়ার পর তাদের মধ্যে তালাক হয়ে যায়। বাচ্চাটির কথা চিন্তা করে আবারও তারা সংসার পাতে। কয়েক মাস ভাল থাকার পরে আবারও সমস্যা শুরু হয়।

সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে স্থানীয় ইউপি সদস্য হাসমত আলী জানান, তাদের বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। বিভিন্ন সংস্থায় ও কোর্টে অভিযোগ ও মামলা চলমান আছে। একাধিক সালিশ মিমাংসাও হয়েছে তবে এখনও কোন সমাধানে আসা সম্ভব হয়নি।

গাংনীতে পুরুস্কার হাতে মলিন মুখে ফিরল শিক্ষার্থীরা

বাজেট স্বল্পতার অজুহাতে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস আয়োজিত পুরুষ্কার ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষার্থীদেরকে আপ্যায়ন করানো হয়নি। তবে উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে নাস্তা করানো হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে পুরুষ্কার ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ ঘটনায় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মাঝে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। জানা গেছে, ২২টি ক্যাটাগরিতে ৭২টি পুরুষ্কার বিতরণ করা হয়। যার সরকারি বাজেট হিসেবে দেয়া হয় ৬৫ হাজার টাকা। দূরদুরান্ত থেকে আগত শিক্ষার্থীরা প্রতিকুল আবহাওয়ার কারনে অনেক আগেই উপস্থিত হন অনুষ্ঠান শুরুর আগেই। অনেকেই দুপুরের খাবার না খেয়েই অনুষ্ঠানে আসেন।

এসব শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদেরকে কোন প্রকার আপ্যায়ন করা হয়নি।

যারা পুরুষ্কার পেয়েছেন তারা পুরুষ্কার হাতে নিয়ে উৎফুল্ল থাকার কথা থাকলেও মলিন মুখে বাড়ি ফিরেছেন সকলে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন প্রতিষ্ঠান প্রধান জানান, কোমল মতি শিক্ষার্থীরা সেই দুপুর থেকে পুরষ্কার নেয়ার জন্য অপেক্ষায় ছিল। এদেরকে হালকা নাস্তা করানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি আয়োজকরা। পুরষ্কার হাতে নিয়ে সকলেই ফিরেছে মলিন মুখে। বাজেট থেকে সামান্য খরচ করলেই সকলের মুখে হাসি ফুটতো।

এব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হাবিবুল বাশার জানান, বাজেট স্বল্পতার কারনে আপ্যায়ন করা হয়নি। যা বাজেট তার ভ্যাট কেটে নেয়ার পর পুরষ্কার কিনতে গিয়ে টান পড়েছে। এজন্য আপ্যায়ন করা সম্ভব হয়নি।